সংবাদ

তারিখ 13 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

জা.বির ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে বর্তমান-প্রাক্তনদের উৎসব

জা.বি থেকে সংবাদদাতা ঃ প্রচণ্ড শীত, ঘন কুয়াশা ও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার সাবেক, বর্তমান শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে রোববার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আড়ম্বরে উদযাপিত হয়েছে। জা.বির জামাত ঘেঁষা বিএনপিপন্থী প্রশাসন এবার বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আয়োজনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হলেও বর্তমান ও সাবেক ছাত্র-শিক্ষকরা সফল আয়োজন করেছেন। ১৯৭১ সালের এ দিন (১২ই জানুয়ারি) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ৪টি বিভাগ, ১৪৬ জন ছাত্র ও ১৭ জন শিক্ষক নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশমণি চত্বরে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন জা.বির অর্থনীতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন শিক্ষক অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমেদ। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন অর্থনীতি বিভাগের ১ম ব্যাচের ছাত্র অধ্যাপক নূরুল হক। উদ্বোধনী ঘোষণার পর আকাশমণি চত্বর থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অন্যতম উদ্যোক্তা আবদুল বায়েস, অধ্যাপক এনামুল হক খান, অধ্যাপক মুস্তাহিদুর রহমানসহ অন্যান্য শিক্ষক ও হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর বর্ণাঢ্য

উৎসব ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

উৎসব ঃ ক্যাম্পাসে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

র‍্যালি বের হয়। তবে র‍্যালিতে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেননি। র‍্যালিটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে মুক্তমঞ্চে এসে শেষ হয়। এরপর মুক্তমঞ্চে সাবেক ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণ ও শিক্ষকদের আলোচনা সভা শুরু হয়। সভায় বক্তারা প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালনের দাবি জানান। ড. নূরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জা.বির সাবেক উপাচার্য আবদুল বায়েস, সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আজুল ইসলাম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির, বিএনপির উদারপন্থী শিক্ষকদের নেতা হিসেবে পরিচিত অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার 'বাজাও পরিবর্তন' নাটক মঞ্চস্থ করেন। এছাড়া সাংস্কৃতিক সংগঠন যোগসূত্র বিশাল দেয়ালিকা প্রকাশ করেছে।